আজ দ্বিতীয় প্রীতি ম্যাচে ভুটান কে ২-৪ গোলে হারিয়ে জয় সিনিয়ে আনলেন বাংলাদেশ। গত বুধবার ফিফা প্রীতি ম্যাচে বাংলাদেশ এবং ভুটান নারী দল মুখোমুখি হয়েছিলেন। উক্ত ম্যাচে প্রথমে গোল করে ভুটান এগিয়ে থাকলেও ১-৫ গোলের ব্যবধান নিয়ে মাঠ ছাড়তে হয় তাদের।

দ্বিতীয় প্রীতি ম্যাচে আজ প্রথমে ভুটান ২ গোল করে, ২-২ স্কোর লাইন নিয়ে মাঠ ছাড়ে বাংলাদেশ। কিন্তু ৯০ মিনিটের খেলা শেষে ২-৪ গোলে হারের ব্যবধানে ভুটান থিম্পুর চাংলিমিথাং স্টেডিয়াম ছাড়ে। তবে প্রথম ম্যাচের থেকে দ্বিতীয় ম্যাচে গোল হজমের ব্যবধান কমাতে পেরেছে তারা।

প্রথমার্ধে বাংলাদেশ আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলার চেষ্টা করায় কিছুটা অরক্ষিত হয়ে পড়েছিল তাদের রক্ষণভাগ। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে ভুটান নারী দলের আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড় ডেকি লাজোম 'নাম্বার নাইন' জোড়া গোল করে দলের আত্মবিশ্বাস জোগান এবং সমর্থকদের উজ্জীবিত করে তোলেন।

এই স্ট্রাইকার প্রথম গোল করেন ১৫ মিনিটে। দলের অধিনায়কের দেওয়া ক্রসে আলতো টোকায় বল বাংলাদেশের জালে জড়ান। ২৩ মিনিটে বাঁ পায়ের প্লেসিং শটে দ্বিতীয় গোল আদায় করে নেন তিনি। তবে প্রথমার্ধেই ম্যাচে ফেরেন সফরকারী বাংলাদেশ দল। ৩৫ মিনিটে কাপ্তান সাবিনা খাতুনের অসাধারণ গোলে স্কোর লাইন ২-১ করে বাংলাদেশ।

তারপরে ম্যাচের ৪০ মিনিটে প্রথম প্রীতি ম্যাচে হ্যাটট্রিক করা মোসাম্মৎ সাগরিকার গোলে বাংলাদেশ সমতায় ফিরেছে। প্রথমার্ধ শেষ হয় ২-২ স্কোর লাইন নিয়ে। ম্যাচের ৬২ মিনিটে ভুটানের তাশি ওয়াংমো আত্মঘাতী গোলে বাংলাদেশের স্কোর লাইন ২-৩ করে দেয়। পরবর্তীতে ৮৫ মিনিটে দলকে আরো এগিয়ে নিয়ে যায় বদলি হিসেবে মাঠে নামা ঋতুপর্ণা চাকমা। ভুটানের বিপক্ষে ম্যাচে মারিয়া মান্দাকেও একাদশে রাখেননি বাংলাদেশী কোচ পিটার বাটলার। এছাড়াও অনূর্ধ্ব-১৬ সাফের সেরা গোলরক্ষক ইয়ারজান বেগম ও অভিজ্ঞ গোলরক্ষক রুপনা চাকমাকে একাদশের বাইরে রাখা হয়েছে। এই ব্রিটিশ কোচ ভুটানের বিপক্ষে ম্যাচে গোলপোস্টের নিচে সুযোগ দেন মিলি আক্তারকে।

কিন্তু মিলি আক্তার গোলপোস্টের নিচে ঠিক নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছিলেন না। পরবর্তীতে ৬০ মিনিটে মিলি আক্তারকে পরিবর্তন করে রুপনা চাকমাকে মাঠে নামানো হয়। অক্টোবরে নেপালের সাফ চ্যাম্পিয়ন্স এর প্রস্তুতি হিসেবে এই ম্যাচ দুটি খেলেছে বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের ফুটবলাররা আরো শক্ত প্রতিপক্ষ চাচ্ছিল কিন্তু বাফুফে (বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন) কোনমতে ভুটানের সাথে এই ম্যাচ দুটি আয়োজন করে। বাংলাদেশের তুলনায় ভুটান বরাবরই নরমাল প্রতিপক্ষ। এর আগেও ভুটান সাফ এর সেমিফাইনালে বাংলাদেশের বিপক্ষে ৮-০ গোলে পরাজিত হয়েছে।

তবে ভুটানের মেয়েরা এই দুই ম্যাচে বাংলাদেশের জালে গোল জড়িয়ে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের রক্ষণভাগের দুর্বলতা দেখিয়ে দিয়েছে। সাফ শিরোপা ধরে রাখার জন্য অবশ্যই এই সব দিকে নজর রাখতে হবে পিটার বাটলারের বাংলাদেশের। প্রতিনিয়ত এই ধরনের খেলার খবর পেতে দৈনিক দেশের সংবাদ এর সাথে যুক্ত থাকতে পারেন।